147

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 20 APR 1998

পৃষ্ঠা 7 কলাম ...৬...

অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে নূতন করিয়া চিন্তা-ভাবনা

রেজানুর রহমান ॥ আগামীতে অভিন প্রশ্নপত্রে সারাদেশে এসএসসি পরীক্ষা আর নাও হইতে পারে। একই সাথে কম্পিউটার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ কতটুকু ঝুঁকিপূণ তাহাও নূতন করিয়া ভাবা হইতেছে। পরীক্ষায় উপর্যুপরি প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজবকে কেন্দ্র করিয়া এক ধরনের চাপা অস্থিরতা দেখা দেওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে নূতন করিয়া চিন্তা-ভাবনা শুরু করিয়াছে। গতকাল পাবলিক পরীক্ষা অপরাধ আইনের ৪নং ধারা উল্লেখ করিয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলিয়াছে পরীক্ষার জন্য প্রণীত কোন প্রশ্ন সংবলিত কোন কাগজ অথবা এমন পরীক্ষার জন্য প্রণীত হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা ধারণা দায়ক কোন প্রশ্ন সংবলিত কোন কাগজ কিংবা প্রণীত প্রশ্নের সহিত হুবহু মিল রহিয়াছে বলিয়া প্রমাণ করার অভিপ্রায়ে লিখিত প্রশ্ন সংবলিত কাগজ, যে কোন উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ করিলে তাহার বিরুদ্ধে ন্যূনতম তিন বছর উর্ধ্বে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থদন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ড প্রদান করা হইবে। শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচ কে সাদেক গতকাল (রবিবার) ইত্তেফাকের সহিত এক সাক্ষাৎকারে বলিয়াছেন, পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস অথবা এই ধরনের ঘটনার সহিত যাহারা জড়িত তাহারা কোনভাবেই দেশপ্রেমিক নয়। গুজবকে আর প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। গুজব রটনাকারী ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানকে খুঁজিয়া বাহির করার উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। এই ব্যাপারে তিনি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন।

মীরের শ্বরাইএ ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের 'ক' সেটের প্রশ্ন ফাঁস হইয়াছে। কিন্তু

(১৫শ পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

অভিন্ন প্রশ্নপত্র

(প্রথম পৃঃ পর)

পরীক্ষা নেওয়া হইয়াছে 'খ' সেটের মাধ্যমে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সূত্রে নিশ্চিত হইয়াছে একটি বিশেষ চক্র ইহার সহিত জড়িত। বিজি প্রেসের জনৈক কর্মচারীও এই ব্যাপারে জড়িত থাকিতে পারেন বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে। একটি সূত্র জানায়, মীরের শ্বরাইএ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর মীরের শ্বরাইবাসী উক্ত কর্মচারী এবং তাহার ছেলেকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। পুলিশ এই ব্যাপারে তৎপর রহিয়াছে। মীরের শ্বরাইএ প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা চট্টগ্রামের একটি জাতীয় দৈনিকে প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে প্রশ্নপত্রের হাতে লেখা একটি কপি প্রকাশ করা হইলে ফটোস্ট্যাট ও ফ্যাক্সের মাধ্যমে ইহা দ্রুত ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ছড়াইয়া যায়। এই কারণে আগাম সতর্কতার জন্য সারাদেশে ফ্যাক্স ও ফটোস্ট্যাট মেশিনের দোকানের উপর কড়া নজর রাখা হইতেছে।

গতকাল শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব যাহাতে আর না ছড়ায় তাহার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে আরও আন্তরিক হইতে বলা হইয়াছে। সাদা পোশাকধারী পুলিশ পরীক্ষাকেন্দ্র, ফ্যাক্স ফোন, ফটোস্ট্যাটের দোকানের প্রতি কড়া নজর রাখিতেছে। সন্দেহভাজনে যাহাকেই পাওয়া যাইবে তাহাকেই গ্রেফতার করা হইবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সততা ছাড়া নূতন কোন ব্যবস্থাকে কার্যকর করা যায় না। আধুনিক বিশ্বের সহিত তাল মিলাইবার জন্য অভিনু প্রশ্নের মাধ্যমে সারাদেশে একযোগে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি চালু করা হইয়াছে। শুধুমাত্র সততার অভাবে এই পদ্ধতি হয়তো অব্যাহত রাখা যাইবে না। আগামীতে সারাদেশে একই সিলেবাসের আওতায় প্রতি বোর্ডে পৃথক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া যায় কিনা তাহা ভাবা হইতেছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কম্পিউটার ব্যবস্থা নিয়াও নূতন করিয়া ভাবা হইতেছে। প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আগামীতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পাবলিক পরীক্ষা তুলিয়া দেওয়া যায় কিনা এই ব্যাপারে ভাবিয়া দেখা দরকার। পরীক্ষার জন্য অহেতুক বোর্ডগুলিকে তৎপর না রাখিয়া স্কুল ও কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আরও জোর দেওয়া যাইতে পারে। অবিলম্বে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত ঘোষণা প্রদান করা হইবে।

পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ইহাই নূতন নয়। গত বছরও এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে এই উপসর্গ দেখা দিয়াছিল। কক্সবাজারের চকোরিয়ায় একজন ম্যাজিস্ট্রেট এবং ৯ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। ঢাকায় বিজি প্রেসের কয়েকজন কর্মচারীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন হইতে শুরু করিয়া বিতরণ ব্যবস্থা পর্যন্ত নানা ধাপ অতিক্রম করিতে হয়। মডারেটরবৃন্দ প্রথমে প্রতি বিষয়ের ২৫ সেট প্রশ্ন প্রণয়ন করেন। ইহার পর ২৫ সেট হইতে লটারী করিয়া প্রথম দফায় ৫ সেট, দ্বিতীয় দফায় ৩ সেট এবং ৪ দফায় ২ সেট প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করা হয়। ইহার পর পরীক্ষার আগের দিন প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট জেলা' অথবা থানায় পাঠানো হয়। এলাকার ট্রেজারী, ব্যাংক, পোস্ট অফিস অথবা থানার লকারে প্রশ্নপত্র রাখা হয়। পরীক্ষার আগে কেন্দে প্রশ্নপত্রের বান্ডিল খোলা হয়। এই ধরনের সতর্কতা সত্ত্বেও প্রশ্নপত্র কি করিয়া ফাঁস হইয়া যায় তাহা নিয়া মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। একটি সূত্র জানায়, এইবার পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সহিত যাহারা জড়িত ছিলেন তাহাদের অনেকেই ঈদের ছুটিতে ঢাকা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাদের কেউ হয়তো এই প্রক্রিয়ার সহিত জড়িত